তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৬

**নিহতের পরিবারের পাশে থাকব; দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে**

 **-ঢাদসিক মেয়র**

নরসিংদী (মনোহরদী), ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

মুগদায় করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় নিহত মাহিন আহমেদের পরিবারের পাশে থাকার এবং এ দুর্ঘটনায় দোষী সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ঢাদসিক) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

গতকাল ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় নিহত স্কুল শিক্ষার্থী মাহিন আহমেদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাতে নিহতের বাড়িতে যান। পরে তিনি গণমাধ্যমের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

ঢাদসিক মেয়র বলেন, গতকাল রাতে মুগদার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র হতে বর্জ্য স্থানান্তরকালে করপোরেশনের বর্জ্যবাহী গাড়িতে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে ছোট্ট বালক মাহিন নিহত হয়। এ দুর্ঘটনায় আমরা অত্যন্ত শোকাহত। আমরা জানাজায় অংশগ্রহণ করেছি। ছোট্ট শিশু হারানোর ঘটনায় বাবা-মাকে কোন ভাষাতেই সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই। আমরা নিহতের পরিবারের পাশে থাকব। এ দুর্ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে জানিয়ে ঢাদসিক মেয়র বলেন, এ দুর্ঘটনায় ইতোমধ্যে মামলা নেওয়া হয়েছে। আমরা কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি চাইছি। এই দুর্ঘটনায় যেন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু বিচার হয় সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, পরিবহন মহাব্যবস্থাপক মো. হায়দর আলী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাসিম আহমেদ, অঞ্চল-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, স্থানীয় ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. সিরাজুল ইসলাম ভাট্টি, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর মাকসুদা শমশের প্রমুখসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৫

**আওয়ামী লীগ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী**

 **-শিল্পমন্ত্রী**

নরসিংদী (মনোহরদী), ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকে, তখন দেশের উন্নয়ন হয়। কারণ, আওয়ামী লীগ উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। দেশের সিংহভাগ উন্নয়নই করেছে আওয়ামী লীগ। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের বিকল্প নেই।

মন্ত্রী গতকাল নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার চালাকচর ইউনিয়নের শ্রীগুরু আশ্রমে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির ও শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমার রাজনৈতিক জীবনে মনোহরদী ও বেলাবোতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দেইনি। আমি বিশ্বাসী করি, আমার পরবর্তী প্রজন্মও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দিবেনা। সরকার হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসাথে নিয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কোভিড থেকে শুরু করে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার জনগণের পাশে থেকে কাজ করেছে। আমি জনগণের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করি, নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নয়।

চালাকচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফখরুল মান্নান মুক্তু’র সভাপতিত্বে এসময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বেলাবো উপজেলা আ.লীগের (ভারপ্রাপ্ত) সাধারণ সম্পাদক মেরাজ মাহমুদ, গোতাশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল বরকত রবিন, খিদিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুর রহমান জামিল, মনোহরদী উপজেলা আ.লীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. মোতালিব, মনোহরদী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদ সদস্য ইসরাত জাহান তামান্না, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরের সভাপতি রামায়ন চন্দ্র মোদক ও উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তৌহিদুল আলম প্রমুখ।

#

ফয়সল/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৪

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**, ১৪ বৈশাখ **(২৭** এপ্রিল**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে শ্রমিক কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। শোষণবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শিল্প শ্রমিক মজুরি কমিশন গঠন, বিভিন্ন সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, শ্রম পরিদপ্তর পুনর্গঠন, জাতীয় শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার উদ্যোগে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন এবং তাঁদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন ও হালনাগাদ করেছে। আমরা ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ ও ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫’ প্রণয়ন করেছি। শ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও প্রটোকলের নিরিখে শ্রমিক, মালিক ও কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা ডিজিটালাইজেশন ও জোরদার করা হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের সময়োচিত ও যথাযথ পদক্ষেপের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

আওয়ামী সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার অনুসারে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার লক্ষ্যে শিল্পখাতের প্রসার ও শ্রম অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। দেশের অদম্য অগ্রযাত্রায় শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের শ্রমখাতকে ‘স্মার্ট’ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে দিবসটির গৃহীত সকল কার্যক্রম অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৫৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯৩

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দেশব্যাপী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য- ‘সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমৃত্যু মেহনতি, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদস্যপদ লাভ করে। একই বছর তিনি শ্রমনীতি ঘোষণা করেন এবং আইএলও’র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ মোট ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। কলকারখানার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের পাশাপাশি সকল শিল্প মালিকের নৈতিক দায়িত্ব। সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬’ এবং ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট ও উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ সকল কল্যাণমুখী কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক ভাই-বোনদের জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের বিকল্প নেই। বিগত এক দশকে দেশে শিল্পকারখানার সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাথে অভিযোজন করার লক্ষ্যে সরকার-মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ নিতে হবে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমমান অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি অনুশীলনকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি সরকার, মালিক ও শ্রমিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল সর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/আলী/শামীম/২০২৪/১০৪৮ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯২

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা**,১৪বৈশাখ **(**২৭ এপ্রিল**):**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে আমি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, সমতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রধান লক্ষ্য ছিলো এমন এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং সুবিচার নিশ্চিত হবে। সেই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানে তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, সম্পত্তির অধিকারসহ ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করেন। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ড, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সকল দুঃশাসন ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বাংলাদেশকে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করেছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং এ সময়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করব।

স্মার্ট বাংলাদেশে সরকারি কার্যক্রম ও সেবাসমূহ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’ সারা বাংলাদেশের আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থসামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। সরকারি আইনগত সহায়তাকে আরো টেকসই, উদ্ভাবনী, জনবান্ধব এবং পক্ষদের আইনগত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি ও সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল’ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ আইনগত পরামর্শ সেবা দিয়ে মামলাজট নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নে সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা’ এর মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আমি বিশ্বাস করি, স্মার্ট লিগ্যাল এইড, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ এবং সর্বোপরি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগেই অচিরেই সুশাসন নিশ্চিত করে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/৯৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৯১

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনগত অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।’ বঙ্গবন্ধুর ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০’ প্রণয়ন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও দরিদ্র মানুষ ছাড়াও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, পাচারকৃত নারী ও শিশুরা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে, যা বঙ্গবন্ধুর অনন্য সাংবিধানিক ভাবনারই প্রতিফলন। এছাড়া জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান মামলা জট কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও স্মার্ট বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিচার বিভাগকেও এই অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। আমি বিচারক-আইনজীবীসহ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতাধীন মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সকলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবেন – জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৪’ পালনের উদ্যোগ সফল হোক- এ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/আলী/শামীম/২০২৪/১০০৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ